যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০১৭

target@ কেরিয়ার

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

সাহসের সঙ্গে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন

‘হাল ছেড়ো না বন্ধু’— আমাদের জীবনে এই কথাটার মনে হয় খুব প্রয়োজন। নিজেকে বার বার বলার মধ্যে দিয়ে এক অদ্ভুত শক্তি পাওয়া যায়। যে কোনও পরিস্থিতিতেই আমাকে পারতেই হবে, সফল হতে হবে এই কথাটা মাথায় রাখা দরকার। নিজের মনকে আয়ত্বে আনতে পারলেই অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়। কাজের পরিস্থিতিটাকে যদি আমি ফুটবল খেলার সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে মাথায় রাখতে হবে ফুটবল খেলতে নেমে মাঠ ভালো না খারাপ সেটা ভাবার দরকার নেই, আমি শুধু জানি আমাকে খেলতে হবে। এই মনোভাব যে কোনও কাজের ক্ষেত্রে বজায় রাখা দরকার।

কাজের পরিস্থিতি সব সময় এক রকম হয় না। কোনও সময়ের আপনি মনের মতো কাজ পেলেও অফিসের সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ব্যবহার আপনি নাও পেতে পারেন। আবার কোনও কাজের জন্য আপনার কপালে অপমানও জুটতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতি আসাটা স্বাভাবিক, কিন্তু আপনি সেটি কীভাবে মোকাবিলা করবেন সেটি আপনার বিষয়। অনেকে আছেন যাঁরা এই ধরনের পরিবেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাঁচতে চান। কিন্তু আপনার মনে রাখা উচিত আপনি যেখানে যেতে চাইছেন সেই পরিবেশটিও যে আপনার উপযুক্ত হয়ে উঠবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা না করতে পারলে বার বার একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। যার ফল হবে আরও মারাত্মক। একটা সময় আপনি হতাশার মধ্যে ডুবে যেতে পারেন। সেটি নিশ্চয়ই আপনার কেরিয়ারে বাঞ্ছনীয় নয়। জীবনকে একজন খেলোয়াড়ের মনোভাব নিয়ে দেখুন। হার-জিৎ সব ক্ষেত্রেই আছে। কিন্তু আপনি যখন কেরিয়ারের পথে অগ্রসর হচ্ছেন তখন আপনাকে ‘জিতব’ এই মনোভাব রাখতে হবে। আর হেরে গেলেও আবার ঘুরে দাঁড়াব।

প্রত্যেকে এক ধরনের পরিবার থেকে আসেন না, বা একই মূল্যবোধ নিয়ে বড় হন না। গ্রাম আর শহরের পরিবেশের মধ্যে তফাৎ আছে। গ্রাম থেকে আসা ছেলেদের কাছে অনেক সময় শহরের পরিবেশে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হয়। সেক্ষেত্রে একটু মাথা ঠান্ডা করে কাজ করা উচিত। অনেক সময়ে কারওর কোনও কথা আপনার ভালো নাও লাগতে পারে, তার জন্য নিজের কেরিয়ারের ক্ষতি করার কোনও মানে হয় না। আসল কথাটি হল নিজেকে সব দিক দিয়ে যোগ্য করে তোলা। আর ‘পারতে হবে’ এই মনোভাব থাকলে তবে কাজটি করা সম্ভব।

জীবনে চলার পথে দু’রকমের মানুষ আছেন। এঁদের মধ্যে একদল সমস্ত রকমের জিনিস পেয়ে বড় হন, আর কিছু মানুষ আছেন যাঁদের জীবনে না পাওয়ার তালিকাটি অতি দীর্ঘ। দু’ধরনের মানুষের সমস্যাও দু’প্রকারের। তবে এখানে বলব যাঁদের ভাগ্যে পাওনার তালিকাটি দীর্ঘ তাঁরা সুযোগের স্বদ্যব্যবহার করুন, আর যাঁদের প্রাপ্তির তালিকা কম তাঁদের সাহস করে প্রতিকূল অবস্থার সামনে দাঁড়াতে হবে। পরিবেশটাই আপনাকে লড়াই করা শিখিয়ে দেবে।

অনেক মানুষই আছেন, যাঁরা সরকারি বা বেসরকারি চাকরি করা নিয়ে দোটানায় পড়েন। সরকারি চাকরিতে অবশ্যই নিরাপত্তা বেশি আবার বেসরকারি চাকরিতে দায়িত্ব বা কাজের সন্তোষ অনেক বেশি। তাই যে মানুষ যে ধরনের মনোভাব রাখেন তাদের সেইভাবে এগিয়ে চলা উচিত। তবে যে কাজের জন্য আপনি অগ্রসর হোন না কেন, তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আর কাজের পরেও আপনার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা রেখে চলা উচিত।

নিজের মাথায় কাজের বিষয়ে নতুন কোনও চিন্তাধারা এলে সেগুলো কখনওই হারিয়ে যেতে দেবেন না। মনে রাখবেন, আপনার ইচ্ছে শক্তিই আপনার জীবনীশক্তিটিকে বাঁচিয়ে রাখবে।

প্রতিটি মূহূর্তে জীবন আপনাকে অনেক কিছু শেখাবে। কোনও খারাপ পরিস্থিতি থেকেও আপনি অনেক কিছু সঞ্চিত করতে পারেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় খুব বড় জিনিস। ঠিকমতো সময় সেই অভিজ্ঞতাকে আপনি কাজে লাগাতে পারেন। অফিসের ছোটখাটো ঘটনা থেকেও আমরা অনেক সময়

এরপর দু’য়ের পাতায়

শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- ভারতীয় নৌবাহিনীতে নাবিক পদে নিয়োগ
- কলকাতা হাইকোর্টে ১৮ নিয়োগ
- প্যাকেজিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স
- আইএইচএম-এ অ্যাকোমোডেশন অপারেশন ও ফুড প্রোডাকশন কোর্স
- নার্স ও টেকনিশিয়ান পদে ১০১১ নিয়োগ
- নৌবাহিনীতে আর্টিফিশার কয়েকশো নাবিক নিয়োগ
- আর্মিতে বিনা খরচে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর্স করিয়ে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি
- কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে ২৯ অ্যাসিস্ট্যান্ট
- এয়ারফোর্সে গ্রুপ সি-তে বিভিন্ন পদে ১৭৪ নিয়োগ
- কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদে কয়েকশো গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ
- এয়ারফোর্সে ট্রেনিং দিয়ে অফিসার নিয়োগ
- ইসরোয় ৬৪ জন কর্মী নিয়োগ

চারের পাতায়

পেশা যখন ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং

চাকরির খোঁজ: কখন, কীভাবে...

পড়ালেখা শেষ, পেশাদারি জীবন শুরু করার সময়। চাই একটা চাকরি, ভীষণ দরকার।

কিন্তু ভাগ্যটা কেন যেন ‘ক্লিক’ করছে না, একেই চাকরি পাওয়া দুষ্কর, সাথে আবার আরেক সমস্যা— মনের মতো চাকরি তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।

চাইলেই তো যেনতেন একটা চাকরি শুরু করে দেওয়া যায় না। আগে একটা ব্যাপার ঠিকঠাক বুঝতে হবে আপনাকে, চাকরিটা ঠিকমতো খুঁজছেন তো?

চাকরি খোঁজারও কায়দাকানুন আছে। ওয়ান্ডার লিস্টে চাকরি খুঁজে পাওয়ার ১০টি বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে, দেখুন তো আপনার কেমন কাজে লাগে।

সময় নিন: তাড়াহুড়ো করে অনেক কিছু পাওয়া গেলেও মনের মতো চাকরি পাওয়ার কথা নয়। হুট করে পাওয়া চাকরি বরং আপনার ঘাড়ে এক ভূতের মতোই চেপে বসতে পারে। কাজেই ঠিকমতো সময় নিন, ধীরে-সুস্থে চাকরি খুঁজুন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

নিজের ইচ্ছা বুঝুন: কেউ একটা চাকরি দেওয়ার কথা বলল, কিংবা হঠাৎ করে একটা জায়গা থেকে প্রস্তাব পেলেন, তাহলেই কি চাকরিতে ঢুকে পড়বেন? না বুঝে চাকরিতে ঢুকলে কিন্তু সেটা আপনার জন্য পরে সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। এরচেয়ে বোঝার চেষ্টা করুন যে আপনি কী চান, কী করতে চান আর নিজেকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চান।

ভালো জীবনপঞ্জি লেখা শিখুন: একটি ভালো জীবনপঞ্জির ওপর ভর করে আপনি কিন্তু আপনার পছন্দের চাকরিটি পেয়ে যেতে পারেন। আপনার চেহারা দেখে নয়, বরং কর্মদক্ষতা আর যোগ্যতা দেখেই নিয়োগ করা হবে কোনও না কোনও চাকরিতে। কাজেই সেটা আগে ভালোমতো লেখা শিখুন। দরকারে অভিজ্ঞদের থেকে পরামর্শ নিন, কয়েকটা সাইট বা ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করে জেনে নিন ভালো জীবনপঞ্জি বা সিভি লেখার কায়দা।

জব সাইট: জব সাইটে নিয়মিত খোঁজখবর নিন। কোন কোন জব সাইট

এরপর দু’য়ের পাতায়

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্ষুধার্ত হতে হবে

চাকরি খোঁজা কিংবা চাকরি বদল— দুটিই কেরিয়ারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে এসে প্রচলিত পদ্ধতিতে চাকরি খোঁজা কিংবা চাকরি বদলে খুব একটা সুবিধা পাওয়া যাবে না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। সেইসঙ্গে নিজের কেরিয়ারের উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা। চাকরি জীবনের পটভূমি এখন অনেকটাই নতুন। আগের মতো এখন অনেক কিছুই নেই। খুব বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠছে আমাদের জীবন, পাশাপাশি বেড়েছে প্রতিযোগিতাও। তাই কেরিয়ার গড়তে সঠিক কৌশলটি সময়মতো জোরালোভাবে অবলম্বন করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

খুব বেশিদিনের কথা নয়, কোন পেশাটি জীবনের পথচলাকে সহজ করবে এবং নিজের কাজের জগতে ক্রমাগত উন্নতি সম্ভব তা আগে থেকেই নির্ধারণ করা হতো। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার, আইনজীবী ইত্যাদি বানাতে আমাদের অভিভাবকরা কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং টার্গেট নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট কেরিয়ারের পথে এগনো হতো। কিন্তু এখনকার পৃথিবী অনেকটাই পরিবর্তিত। আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করতে শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা পূর্বনির্ধারিত টার্গেটই যথেষ্ট নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কোথায় পরিবর্তনের কথা ভাবব আমরা? উত্তর হল আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য অর্জনে সুন্দর একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। এই কর্মপরিকল্পনার জন্য তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ৩টি বিষয়কে সঠিকভাবে অনুধাবন করা গেলে এই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ও স্পষ্টতর করা খুব বেশি কঠিন কাজ হবে না।

প্রথমত, প্রযুক্তির দৌলতে যে কোনও জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা এবং একটি ভার্চুয়াল দলের অংশ হওয়া।

দ্বিতীয়ত, ব্যবসা ক্রমবর্ধমানভাবে চুক্তিভিত্তিক কাজে পরিণত হচ্ছে। নির্দিষ্ট বেতনভুক্ত লোকের চেয়ে এখন চুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার দিকেই নজর দিচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে নির্দিষ্ট সময়ে অল্প খরচে ভালো কাজও পাওয়া যায়। আর যাঁরা চুক্তিভিত্তিক কাজ করে থাকেন, তাঁদের মধ্যেও থাকে ভালো কাজ দেওয়ার একটা প্রতিযোগিতা।

তৃতীয়ত, আমাদের নিজস্ব চাহিদারও পরিবর্তন ঘটেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও এখন আমরা অনেক বেশি উদ্বিগ্ন থাকি।

আমরা যখনই কোনও চাকরি পরিবর্তন করি, তখন অবশ্যই আমরা এমন চাকরিই খুঁজি যেটা আর্থিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি খানিকটা মানসিক তৃপ্তি অর্জনেও সহায়তা করে। যদি আপনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক কাজ করতে চান, তাহলে আপনার সেই কাজটিই করা উচিত যে কাজের ওপর আপনার দক্ষতা রয়েছে এবং ভালোবাসাও রয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের কেরিয়ার আমাদের আশপাশে আছে। এগুলোর যে কোনওটা আপনি চাইলেই ইচ্ছেমতো বেছে নিতে পারবেন না। প্রথমত, যে কাজটি আপনি করতে চান, সেই কাজ সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারণা থাকা জরুরি। তাই যে কাজে আপনার ধারণাটা অন্য সব কাজ থেকে একটু বেশি স্পষ্ট এবং যে কাজের প্রতি আপনার আকর্ষণ বেশি, সেটিই বাছাই করে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

যদি কেরিয়ার নির্ধারণ করা হয়ে যায়, তাহলে এই কেরিয়ারকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যাবতীয় পথগুলো সম্বন্ধে অবগত হোন। কীভাবে কাজ করলে এই কেরিয়ারে দ্রুত উন্নতি করা সম্ভব, সেটা আপনাকে জানতে হবে। কাজের প্রতি অনুভূতি নিয়ে ভাবার পাশাপাশি লক্ষ্য পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে কিনা তা নিয়েও ভাবতে হবে। তাহলে কেরিয়ারে উন্নতির প্রণোদনাও পাবেন । কেরিয়ারে কীভাবে উন্নতি সাধন করবেন কিংবা এর ভবিষ্যৎ কতদূর? কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। যেমন— প্রয়োজনীয় এবং সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব, প্রতিনিয়ত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা না করে একই উপায়ে কাজ করে যাওয়া প্রভৃতি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাবও আপনার কেরিয়ারকে স্থিতিশীল করে দিতে পারে। এর মধ্যে কোনটিতে আপনি আক্রান্ত, সেটা খুঁজে বের করুন এবং সেই অনুযায়ী সমাধানের রাস্তা বের করুন।

বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, যখন আপনি কর্মজীবনের উন্নতি নিয়ে হতাশা বোধ করবেন, ঠিক সেই সময়টিই ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। কাজেই কর্মজীবনে কোনও একটি স্থানে আটকে গেলে সেই আটকে যাওয়ার কারণটি খুঁজে বের করুন এখনই। কিংবা বর্তমান কর্মজীবনকে বিদায় দিতে অন্য কোনও দিকে নিজের মনোযোগ বদলে নিন। নিজের কর্মক্ষেত্রের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্য কোন কাজে আপনার দক্ষতা আছে তা অনুসন্ধান করুন। তারপর সুযোগ বুঝে সেই নতুন ক্ষেত্রেও নিজেকে নিয়োগ করতে পারবেন। প্রতিযোগিতার এই সময়ে অল্পেই ঘাবড়ে গেলে চলবে না। যে কোনও পরিস্থিতি সামনে আসলে তা মোকাবিলা করতে শিখুন।

কর্মক্ষেত্রে সফলতার জন্য কাজকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিন। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করুন, গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ করুন। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজটি করা কিন্তু সাফল্যের অন্যতম একটি শর্ত। কাজ করতে গিয়ে যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, নিরুৎসাহিত হওয়া যাবে না। লক্ষ্যে স্থির থাকুন। এছাড়া সফলতার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে আপনাকে সবসময় লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্ষুধার্ত থাকতে হবে।

প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন (প্রথম পাতার পর)

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকি, যা আমাদের পরবর্তী পর্যায়ে কাজে লাগে। প্রাথমিক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে, জীবনে হয়তো আমাদের সব কিছু শেখা হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে সেটি নয়। সব সময় যে পুঁথিগত জিনিসই আমাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথে কাজে লাগবে তা নয়, ছোটখাটো ঘটনাও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি।

সবশেষে একটা কথা বলি, এখন আমাদের জীবন প্রতিযোগিতামূলক। একে অপরকে টেক্কা দেবার লড়াই আমাদের মধ্যে রয়েছে। ছোট থেকে আমরা সেই মনোভাব নিয়ে বড় হচ্ছি। তবে নিজেকে বোঝা আর নিজেকে সময় দেওয়া খুব দরকার। অত্যধিক কাজের চাপে অনেক সময়ে আমাদের কর্মচঞ্চলতা হারিয়ে যায়। সারাদিন কাজের মধ্যে থাকার ফলে নতুন চিন্তাশক্তিগুলিও কোথাও হারিয়ে যেতে থাকে। তাই প্রত্যেকেরই জীবনকে স্বাভাবিক হিসাবে দেখা উচিত। ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে তা কারওর জানা নেই। তাই লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই কেরিয়ারে সাফল্য পাওয়া এবং এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

চাকরির খোঁজ: কখন, কীভাবে... (প্রথম পাতার পর)

আপনার জন্য দরকারি, সেগুলো চিহ্নিত করে ফেলুন। সেখানে নিজের অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলতে দেরি করবেন না। সুযোগ পেতে দেরি হবে না।

সঠিক কাজে নজর দিন: কোন কাজের জন্য আপনি উপযোগী, সেটা বোঝার চেষ্টা করুন। নিজের প্রতিষ্ঠানে একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হয়ে ওঠার জন্য এটা বোঝা খুবই দরকারি। সেখানে আপনার কেরিয়ার কতদূর এগোতে পারে, সেটা বোঝাও দরকারি।

সোশ্যাল নেটওয়ার্ক: ব্যাপারটা সহজ করে বলাই ভালো। ঠিকমতো ফেসবুক ব্যবহার করতে জানলে বন্ধু-বান্ধবই কেবল নয়, স্বপ্নের চাকরিটি পেয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়, বরং খুবই সম্ভব। সেই সাথে লিংকড-ইনের মতো প্রোফেশনাল সামাজিক মাধ্যমগুলোয় অ্যাকাউন্ট রাখাও জরুরি।

নিজের গণ্ডির মধ্যে সচল থাকুন: পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ নিয়মিত বজায় রাখুন। হোক তা কারণে বা অকারণে। দরকারের সময় দেখবেন, পরিচিতদের রেফারেন্স চাকরি পাওয়ায় কতটা উপকারী হতে পারে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ: বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষজনের সাথে যোগাযোগ তৈরি করুন। এতে সম্পর্কের পাশাপাশি আপনার নিজেরও যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। সঠিক চাকরিটি খুঁজে পাওয়ার এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আপ টু ডেট থাকুন: যেখানে যেখানে অ্যাপ্লাই করেছেন, সেখানে খোঁজখবর রাখুন। খোঁজ নিন নতুন কিছুর জন্যও। না হলে কিন্তু হয়ে যাওয়া চাকরিটাও ফসকে যেতে পারে।

বাড়ছে প্ল্যানার পেশার চাহিদা

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষের জীবনশৈলীর মান বদলাচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের থাকার জায়গার। আগে একটা সময় বাড়ির সামনে বাগান, পিছনে দু-তিনতলা বাড়ি। এই রকম বাড়ির চেহারা দেখতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সাজে সেজে উঠছে শহর। জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নগরায়ণ। সেই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে বিনোদন কেন্দ্র, নতুন নতুন বিল্ডিং, মাল্টিপ্লেক্স, সেতু, রাস্তা প্রভৃতি। আগে শহরে সেভাবে কোনও কিছু পরিকল্পনা করে গড়ে না উঠলেও বর্তমানে যা কিছু তৈরি হচ্ছে সমস্ত কিছুই পরিকল্পনামাফিক। সেইসঙ্গে গ্রামের রাস্তাগুলি ও সেতু তৈরি করার জন্যও বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এখন প্রধানত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নগরায়ণ দফতরের মূল ভাবনা হল, আগামী দিনের কথা মাথায় রেখে নগরায়ণের পরিকল্পনা। আর এই ধরনের নগরায়ণ পরিকল্পনা জন্য নেওয়া আরবান প্ল্যানার ও ডেভেলপার।

কাজ ও দায়িত্ব: আরবান প্ল্যানার ও ডেভেলপার পেশাদারদের এই দুটি কাজ করতে হয়। প্রথমত কোথাও নগরায়ণের আগে পরিকল্পনা করতে হয়, অর্থাৎ দেখে নিতে হয়, সেই অঞ্চলের পরিবেশ, জনসমষ্টি, পরিবহণ, জনপরিষেবা, জনসংখ্যা ও জমির অবস্থান। পরিকল্পনা মানে, সেই অঞ্চলের একটি মানচিত্র তৈরি করা। পরে যে পরিকল্পনা করা হল, তার ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার কাজ। আর ব্যবস্থাপনার মধ্যে থাকে পরিকাঠামো তৈরি, সুরক্ষা ও অন্যান্য জরুরি ব্যবস্থাপনা। বড় বড় প্রকল্পের ওপর দুধরনের কাজ করেন দুধরনের পেশাদার। এক্ষেত্রে পরিকল্পনার কাজটি করেন আরবান ও রিজিওন্যাল প্ল্যানার আর ব্যবস্থাপনার কাজটি করেন আরবান ম্যানেজার। আবার বড় বড় বহুজাতিক সংস্থা বা পাবলিক সেক্টর ইউনিট নিজেরাই নিজেদের শিল্পের চাহিদা মতো উপনগরী তৈরি করে। যেমন— টাটা গ্রুপের জামশেদনগর, কয়লাকে কেন্দ্র করে রানিগঞ্জ বা বোকারো ইত্যাদি। এক্ষেত্রে শহরের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে কোথায় স্কুল, পার্ক, জলাশয় ও খেলার মাঠ তৈরি হবে তার পরামর্শ দিয়ে থাকেন টাউন প্ল্যানাররা।

কাজের ধরন: এই ক্ষেত্রের পেশাদারদারদের চাকরির সুযোগ আছে এইসব ক্ষেত্রে: ১) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের নগরায়ণ দফতর, ২) কলকাতা পুর নিগম, বিভিন্ন পুরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি, ৩) রাজ্য সরকারের ভূমি ও রাজস্ব দফতর, ৪) রিয়াল এস্টেট সংস্থা, ৫) ভৌগোলিক তথ্য পরিষেবা সংস্থা, ৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ৮) কনসালটেন্সি সংস্থা, ৯) কর্পোরেট সংস্থা।

কোন কোন পদে কেরিয়ার: উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা এর জন্য আবেদন করতে পারে। সেইসঙ্গে আরবান প্ল্যানার, আরবান ডিজাইনার, প্ল্যানিং অ্যাডভাইজার, সিটি প্ল্যানার, প্ল্যানিং ম্যানেজারের কেরিয়ার গড়ার সুযোগ রয়েছে।

নিয়োগ পদ্ধতি: কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থায় লোক নেওয়া হয় ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে আর কলকাতা পুরনিগমে লোক নেওয়া হয় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে।

অন্য ধরনের পেশা: আরবান প্ল্যানার ছাড়াও পেশাদাররা হতে পারেন পাবলিক পার্ক ডিজাইনার, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রোফেশনাল, হিস্টোরিক বিল্ডিং রেস্টোরেশন এক্সপার্ট, সিটি প্ল্যানার ও ম্যানেজার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এই পেশায় আসতে হলে আরবান প্ল্যানিং ও ম্যানেজমেন্টের পেশাদার ট্রেনিং থাকা জরুরি। রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে আরবান প্ল্যানিং ও ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়ানো হয়। এরপর পিএইচডি করার সুযোগ আছে। অঙ্ক অন্যতম বিষয় নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা আরবান ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি কোর্স পাস করার পর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। ভূগোল বিষয় নিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্স পাস করার পর রিজিওন্যাল প্ল্যানিং বা আরবান অ্যান্ড টাউন প্ল্যানিং বিষয়ে পিএইচডি করা যায়। অর্থনীতি বিষয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে এই বিষয়ে স্পেশাল পেপার পড়ানো হয়।

কোথায় কী কোর্স পড়ানো হয়: দ্য ইনস্টিটিউট অব টাউন প্ল্যানার্স ইন্ডিয়া স্বীকৃত আরবান প্ল্যানিং বিষয়ে ডিগ্রি/মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয় এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে: ১) স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার, নয়াদিল্লি, ২) মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ, ৩) কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, পুনে, মহারাষ্ট্র, ৪) আন্নামালাই ইউনিভার্সিটি, তামিলনাড়ু, ৫) ইউনিভার্সিটি অব মাইসোর, কর্নাটক, ৬) বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ৭) বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, শিবপুর, হাওড়া, ৮) আইআইটি, খড়গপুর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাদার কোর্স: পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধীন সেন্টার ফর আরবান ইকোনমিক স্টাডিজে আরবান ম্যানেজমেন্ট ও প্ল্যানিং বিষয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হয়। এক বছরের কোর্স। সিট ১৫টি। বিজ্ঞপ্তি বেরোলে যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ, অর্থনীতি বিভাগ, ১, রিফরমেটরি স্ট্রিট, ষষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০২৭। ফোন: ২৪৭৯০১৫৬, ২৪৩৯৯৪১৪।

কুন্তল ঘোষ

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০১৭

গ্রামীণ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা

মৌমাছি পালন ও মধু প্রক্রিয়াকরণ: যেখানে নারকেল, সুপারি, নিম, শিমূল, অশোক, পেয়ারা, জাম, লিচু, তেঁতুল ইত্যাদি গাছপালা বা ফুলের বাগান আছে সেইসব এলাকায় মধুর জন্য মৌমাছি পালন খুব লাভজনক ব্যবসা। আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরির কারখানা ও দোকানে খাঁটি মধুর বেশ চাহিদা। মধু তৈরির ব্যবসায় ভালো লাভ করতে হলে অন্তত ১০০টি মৌচাক বসাতে হবে। আর যদি মধু প্রক্রিয়াকরণ করতে চান তবে মেশিনের সাহায্য নিতে হবে। মধু প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য ২ টি মেশিন দরকার হয়। ১টি ফিল্টার মেশিন, আরেকটি ভ্যাকুয়াম ইভ্যাপোরেশন মেশিন। ফিল্টার প্রেস মেশিনে মধু থেকে মোম ও ময়লা ছেঁকে নেওয়া হয়। এরপর ইভ্যাপোরেটর মেশিনে মধু উত্তপ্ত করে তার থেকে জলীয় অংশ বাদ দেওয়া হয়।

মধু প্রক্রিয়াকরণের মেশিন পাবেন কলকাতায় ক্যানিং স্ট্রিট ও গণেশচন্দ্র এভিনিউয়ে। মৌমাছি পালন ও মধু তৈরির প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: ১) বি-কিপার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ২) মৌমাছি পালন কেন্দ্র, নগরউখরা, উত্তর ২৪ পরগনা। ৩) রেনেসাস, গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা।

আধুনিক পদ্ধতিতে রকমারি খাদ্য তৈরি: গাজরের রসগোল্লা, সয়াবিনের দুধ, তুলসির দই, আমের বরফির মতো বৈচিত্রময় খাবার কিংবা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করা শিখে সহজেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন। এইসব প্রযুক্তি খুব কঠিন নয়। সহজেই শিখে নেওয়া যায়। আর এইসব আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে যথার্থ গুণমানের যে খাদ্য তৈরি হবে তা ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক হবে।

অ্যাসোসিয়েশন অব ফুড সায়েন্টিস্টস অ্যান্ড টেকনোলজিস্ট ও সুভাষ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট যৌথ উদ্যোগে রকমারি খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। কোর্সের নাম ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রোডাক্ট প্রিপারেশন।

সবজি, ফুল,ফল ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি: শুধু দেশের বিভিন্ন বাজারে নয়, বিশ্ব বাজারেও আপনার পণ্য পাঠাতে পারেন। রাজ্যের যেসব পণ্য বিদেশে যায় তার মধ্যে বিদেশের বাজারে চাহিদা বেশি ফুল,ফল ও সবজির। আমাদের রাজ্যের সবজি পাড়ি দিচ্ছে ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায়। সুতরাং বাজার থেকে বা সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে তা কিনে রপ্তানি করা যায়। তবে পণ্য রপ্তানির জন্য কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। কীভাবে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কোড সংগ্রহ করবেন, কীভাবে বিদেশের ভিতর ক্রেতা খুঁজবেন, ক্রেতা প্রকৃতই ক্রেতা কিনা তা কীভাবে বুঝবেন ও রপ্তানি-সংক্রান্ত সরকারি সহায়তা পেতে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ইডিআই-এ ফুল, ফল ও সবজি রপ্তানি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার অন্তত মাধ্যমিক পাস।

সৌর সরঞ্জাম: গৃহস্থালি সামগ্রী থেকে গ্রামাঞ্চলে আলোর সমস্যা সুরাহায় এখন ব্যাপকভাবে সৌরশক্তির ব্যবহার হয়। তবে সৌরশক্তির সবচেয়ে সাম্প্রতিক ব্যবহার হল সৌর জ্যাকেট। প্রখর গরমের তাপ থেকে বাঁচতে এই জ্যাকেট ব্যবহার করা যায়।

দু'ধরনের সৌরশক্তি আছে। সৌর তাপশক্তি ও সৌর বিদ্যুৎ শক্তি। সৌর তাপশক্তির ক্ষেত্রে সূর্যের আলোকে কাচ, আয়না বা বাতাসে প্রতিফলিত করে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। তখন এই তাপশক্তির সাহায্যে তৈরি হয় সোলার কুকার, সোলার ড্রায়ার, সোলার ওয়াটার হিটার সিস্টেম, সোলার ডিস্টিলেশন প্ল্যান্ট। গৃহস্থালির পাশাপাশি হোটেল, রিসর্ট, হাসপাতাল, প্রক্রিয়াজাত শিল্প, কৃষিক্ষেত্র, হ্যাচারিতে সোলার ওয়াটার সিস্টেমের এখন বহুল প্রয়োগ হয়। অন্যদিকে সৌরবিদ্যুৎ তৈরির জন্য বিশেষ এক ধাতুর তৈরি ফোটো ভোল্টায়িক সেলের প্যানেল ব্যাটারির দরকার হয়। সোলার ফোটো ভোল্টায়িক সেলের প্যানেল সূর্যের আলোকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই শক্তি জমা হয় ব্যাটারিতে। সঞ্চিত এই বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো যায় সোলার হাউস লাইটিং সিস্টেম, সোলার ফ্যান, সোলার টর্চ, সোলার লণ্ঠন ও সোলার খেলনা। সৌর খেলনার জন্য ব্যাটারি বা বিদ্যুৎ খরচ নেই। শুধু সৌর কোষ বা সৌর ব্যাটারির ওপর আলো ফেলে রাখলেই খেলনা চালু হয়ে যাবে।

সৌরশক্তি ব্যবস্থাপনায় কর্মসংস্থানের ২টি মূল ক্ষেত্র আছে: ১) পরিষেবার কাজ, ২) উৎপাদন। সৌর সরঞ্জাম পরিষেবায় কাজ পিছু আয় ৫০০-১০০০ টাকা। ব্যবসার আবার দুটি ক্ষেত্র— ট্রেডিং ও উৎপাদন। সৌরসামগ্রী বিপণনের ব্যবসা করতে পারেন ৫০ হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে। উপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবসা শুরু করতে পারেন ১ লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে। মাত্র ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে সোলার মোবাইল চার্জার ও সোলার ল্যাপটপ চার্জার তৈরির ব্যবসা করতে পারেন। এই বিষয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন : MSME বিকাশ কেন্দ্র, ১১১ ও ১১২ বিটি রোড, কলকাতা-১০৮।

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে এমবিএ কোর্স সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। এই কোর্সের জন্য কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কী কী বিষয়ে স্পেশ্যালাইজেশন করা যায়। ভর্তির সময় কখন? *মনোজ পাল, সোনারপুর*

পাবলিক সিস্টেমসের চারটি স্পেশ্যালাইজেশনের এমবিএ কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অনার্স গ্র্যাজুয়েট। ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট এবং এমবিবিএস, বিডিএস, হোমিওপ্যাথি, নার্সিং ও আয়ুষ ডিগ্রিধারীও আবেদনের যোগ্য। ম্যাট বা ক্যাট বা সি-ম্যাট, জেইম্যাট, জি ম্যাট বা গেট উত্তীর্ণ হতে হবে। এই কোর্সের স্পেশালাইজেশনগুলি হল: এনার্জি ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট। এখনই আবেদন করা যাচ্ছে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ জুন। ওয়েবসাইট: www.iiswbm.edu

● ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় ম্যানেজার স্কেল টু পদে দরখাস্ত করতে গেলে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন? প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই।

দেবাঞ্জন পাত্র, কলকাতা

ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় ম্যানেজার স্কেল-টু পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেই সঙ্গে কর্মাস বা সায়েন্স বা ইকনমিক্সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অথবা এমবিএ অথবা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অথবা বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। অথবা সিএ বা আইসিডব্লুএ বা সিএস (কোম্পানি সেক্রেটারি)। সব ক্ষেত্রেই অন্তত তিন মাস মেয়াদের কম্পিউটারের সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে অথবা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা সমতুল বিষয় পড়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি, কোনও ব্যাংকে অফিসার পদে অন্তত ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০ নম্বর), ব্যাংকিং শিল্প-সহ জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (৫০ নম্বর) এবং ফিনানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট (৫০ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘণ্টা। ওয়েবসাইট: www.bankofindia.co.in

● যোধপুর এইমসে ডায়েটিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন?

সুমিতা বর্মণ, বর্ধমান

যোধপুর এইমসে ডায়েটিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: হোম সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন বা ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটেটিক্স বা ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন বা ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডায়েটেটিক্স বা ফুড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডায়েটেটিক্সে এম এসসি। সেইসঙ্গে ২০০বেড বিশিষ্ট কোনও হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.aiimsjodhpur.edu.in

কেরিয়ার তথ্য

স্টাফ সিলেকশন

কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডোরি লেভেলের পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য টাইপিং টেস্ট কি বাধ্যতামূলক?

লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ও কোর্ট ক্লার্ক পদের বেলায় মিনিটে ৩৫টি শব্দ তোলার গতিতে টাইপিং টেস্ট দিতে হবে।

ইউপিএসসি

ডিগ্রি কোর্স পাসরা কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস পরীক্ষা দিতে পারেন। ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমির লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই তিনটি পেপার— ১) ইংরেজি, ২) জেনারেল নলেজ, ৩) এলিমেন্টারি ম্যাথেমেটিক্স। প্রতিটি পেপারে থাকবে ১০০ নম্বর ও সময় ২ ঘণ্টা করে। সফল হলে ৩০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং নিতে হলে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই দুটি পেপার: ১) ইংরেজি, ২) জেনারেল নলেজ। প্রতিটি পেপারে ১০০ নম্বর ও সময় ২ ঘণ্টা করে। সফল হলে ২০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। সব পেপারে প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপের। ইংরেজিতে থাকবে ইংরেজি গ্রামারের প্রশ্ন। এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্সে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও রাশিবিজ্ঞানের উচ্চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.৩৩ নম্বর কাটা হবে। পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় ইংরেজি ও হিন্দিতে।

সিআরপিএফ

সিআরপিএফ-এ কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ট্রেড বা স্কিল টেস্ট এবং মেডিকেল এগজামিনেশনের মাধ্যমে। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৯ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। শারীরিক সক্ষমতা এবং দৈহিক মাপজোকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নেওয়া হবে লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা হবে ৩০ জুলাই। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় প্রথম পার্টে (৪০ নম্বর) প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স, অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপটিটিউড, বিভিন্ন প্যাটার্নের মধ্যে পার্থক্য করা, ইংরেজি অথবা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে। দ্বিতীয় পার্টে (৬০ নম্বর) প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট ট্রেড বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ২ ঘণ্টা। ওয়েবসাইট: www.crpf.nic.in

ভারতীয় নৌবাহিনী

ভারতীয় নৌবাহিনীতে এডুকেশন ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন এমএসসি (ফিজিক্স)। বিএসসি-তে ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে। অথবা ইংরেজি বা ইতিহাসের এম এ। সব ক্ষেত্রেই ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ এবং ইংরেজি বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ এবং ইংরেজি বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি, উচ্চতা ১৫৭ সেমি হতে হবে। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি দূরের ক্ষেত্রে উভয় চোখে ৬/৬০ হওয়া চাই। চশমা সহ ৬/৬, ৬/১২ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। প্রার্থী বাছাই করা হবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে দুটি পর্বে। প্রথম পর্বে পরীক্ষায় অসফল হলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষায় থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং, গ্রুপের টেস্টিং এবং ইন্টারভিউ। পরীক্ষা চলবে ৫ দিন ধরে। সবশেষে মেডিক্যাল এগজামিনেশন। ওয়েবসাইট: www.joinindianavy.gov.in

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান,

সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য 'target@কেরিয়ার'-এ

আপনারা কী কী জানতে চান

jugasankha.suppli@gmail.com

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০১৭

কেরিয়ার সিলেকশন

পেশা যখন ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং

গৃহসজ্জার মূল কথা হল নির্দিষ্ট জায়গা শিল্পসম্মতভাবে সাজানো। যাতে একদিকে নান্দনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকে অন্যদিকে খরচ সাশ্রয় হয়। ঘরে ও বাইরে দুটি ক্ষেত্রে সাজানোর জন্য পেশাদারকে ডাকা হয়। বাইরের সাজানোকে বলা হয় এক্সটেরিয়র ডিজাইনিং আর অন্দরসজ্জাকে বলা হয় ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং। মনে রাখতে হবে যাঁরা পেশাদারকে দিয়ে কাজ করাতে চাইছেন তাঁদের ডিজাইন সম্পর্কে একটা ধারণা থাকে। ক্লায়েন্ট মনে মনে নিজেই একজন ডিজাইনার। আর সেটাকে বাস্তবে রূপ দেন পেশাদার ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা। এখানেই সাধারণ ক্লায়েন্টের সঙ্গে একজন পেশাদারের পার্থক্য। ক্লায়েন্টের পছন্দ ও নিজের ভাবনা মিশিয়ে ঘরের অন্দরসজ্জার একটা রূপরেখা তৈরি হয়।

ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং এমন একটি পেশা, যেখানে দক্ষতা থাকলে কাজের অভাব হয় না। চাকরির ভালো সুযোগ আছে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং ফার্ম, রঙের কোম্পানিতে। ডিজাইনিং সংস্থায় ডিজাইনার ছড়াও চাকরি হয় সুপারভাইজার, ম্যানেজার এইসব পদে। সুপারভাইজারদের কাজ সাইটে গিয়ে তদারকি করা। ধরাবাঁধা চাকরি না করতে চাইলে ফ্রিল্যান্সিং করেও ভালো আয় করা যায়। ৩-৪ বছর চাকরি করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর স্বনিযুক্তির দিকেও ঝুঁকতে পারেন। খুলতে পারেন নিজের সংস্থা। এই সংস্থা আবার নানা ধরনের হয়। শুধুমাত্র ডিজাইনিংয়ের কাজ করতে পারেন, আবার পরিকাঠামো তৈরি, কাজের তদারকির জন্য লোক সরবরাহ করতে পারেন বা যাবতীয় আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারেন। ব্যবসা করার জন্য লাগবে ট্রেড লাইসেন্স, অফিসঘর ও টেলিফোন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ পাওয়া যায়। তাই নিজস্ব নেটওয়ার্ক জোরদার করতে হবে।

এই ক্ষেত্রে সফল পেশাদার হতে গেলে কিছু গুণ থাকতেই হবে। যেমন— পর্যবেক্ষণ, সৃজনশীল দক্ষতা, সময় সম্পর্কে সচেতনতা, কমিউনিকেশন স্কিল। নিজেকে প্রতিমুহূর্তে আপডেট রাখতে হবে। ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের পেশায় নিজেকে রোজ গ্রুমিং করতে হবে। বাজারে নতুন কিছু আসার দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখতে হবে। এখন ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের প্রেজেন্টেশনের কাজ হয় কম্পিউটার সফটওয়্যারের অটো ক্যাডে। ফলে গ্রাহককে আপনি হুবহু দেখিয়ে দিতে পারবেন। গ্রাহকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনও করা যাবে। এতে সময় ও পরিশ্রম সাশ্রয় হয়। মাস্টার প্ল্যান তৈরির পর প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য বাজেট তৈরি করা হয়।

কাজের সুযোগ: ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের কাজ জানলে কাজের সুযোগ আছে: আবাসন, কর্পোরেট অফিস, সরকারি অফিস, হোটেল, রেস্তোরাঁ, মিউজিয়াম, বড় কোনও স্পা,আর্ট গ্যালারি, বুটিক সেন্টার, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন সংস্থা, কফি শপ, রং কোম্পানি, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন সংস্থা ও সার্ভিস কোয়ার্টারে। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্যাকাল্টির কাজ করতে পারেন। সিনেমা বা সিরিয়ালের সেট তৈরির ক্ষেত্রে শিল্প নির্দেশনার কাজেও যুক্ত হতে পারেন।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য আবাসন থেকে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে বর্তমানে একফালি সবুজ রাখাটা বাধ্যতামূলক হওয়ায় ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন ক্ষেত্রে ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনিং। ফুল, ফল, লতাপাতা বাহারি গাছ দিয়ে নকশার মাধ্যমে সৌন্দর্যায়ন হল এক কথায় ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনিং। পরিবেশ রক্ষা, শব্দ নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয়, সবুজায়ন ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইনিংয়ের কাজ হয় পার্ক, নদীর তীর, ফ্ল্যাট, শপিং কমপ্লেক্স, ন্যাশনাল হাইওয়ে ও পঞ্চায়েতের রাস্তাঘাট, পার্ক উন্নয়নে। বিভিন্ন মেলা ও পুজোর মণ্ডপেও এই কাজ হয়।

এই পেশায় দুইভাবে আসা যায়। কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির অধীনে কাজ শিখতে শিখতে নিজেও কাজ শুরু করতে পারেন। আর কোনও সংস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করতে পারেন। ট্রেনিং নিলে প্রাথমিক ধারণাটাও তৈরি হয়। ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের বিভিন্ন ধরনের কোর্স আছে। যেমন, ব্যাচেলার অফ ইন্টেরিয়র ডিজাইন, মাস্টার অব ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ডিপ্লোমা ইন ইন্টেরিয়র ডিজাইন, মাস্টার ডিপ্লোমা ইন ইন্টেরিয়র ডিজাইন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইন্টেরিয়র ডিজাইন, সার্টিফিকেট কোর্স ইন ইন্টেরিয়র ডিজাইন, কম্পিউটার এডেড ইন্টেরিয়র ডিজাইন।

কোথায় পড়বেন:

১) ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১০৪বি এজেসি বোস রোড, প্রথম তল, মৌলালি, কলকাতা-১৪।

২) শ্রীমতী টেকনো ইনস্টিটিউট, ১১৪/২ এ, হাজরা রোড, কলকাতা-২৬

৩) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন ডিজাইন, ২০, লিন্ডসে স্ট্রিট, হুমায়ুন প্লেস, ২য় তল, কলকাতা-৮৭।

৪) এক্সটিরিয়র-ইন্টেরিয়র্স প্রা. লি., ১৩ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-১৭।

৫) বিড়লা ইনস্টিটিউট অব লিবারেল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স, ৫এ শরৎ বোস রোড (মিন্টো পার্কের বিপরীতে), কলকাতা-২০।

এই প্রথম কোনও বাংলা দৈনিকে সপ্তাহে সাতদিনই

রঙিন সাপ্লি

আপনার এলাকায় যুগশঙ্খ না পেলে
ফোন করুন সার্কুলেশন বিভাগে

স্প্রিং তৈরির ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হোন

কাজের মধ্যে ছোট-বড় বলে কোনও কথা হয় না। কাজ তার নিজ গুণে সমাদৃত। অনেকেই আছেন যাঁরা ছোটখাটো ব্যবসা করে লাভের মুখ দেখেছেন। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভও করেছে। এমনি একটি ব্যবসা হল স্প্রিং তৈরির ব্যবসা। আপনিও স্প্রিং তৈরির মেশিন কিনে ব্যবসায় নেমে পড়তে পারেন। যেমন পেন, পুতুল, সোফা ও অন্যান্য এই ধরনের অনেক জিনিস তৈরি করতে স্প্রিংয়ের প্রয়োজন হয়। অটোমেটিক, সেমি-অটোমেটিক এবং হস্তচালিত স্প্রিং তৈরির মেশিনের সাহায্যে তামা, লোহা বা স্টিলের স্প্রিংও তৈরি করা যায়।

পদ্ধতি: বাজার থেকে প্রথমে তামা, লোহা বা স্টিলের তার কিনে আনতে হবে। এই তার সস্তায় পাওয়া যায় বড়বাজার অঞ্চলে। লোহার তারের দাম পড়বে ৫৫ টাকা কেজি প্রতি। তামার তারের দাম পড়বে ৪০০-৫০০ টাকা কেজি প্রতি। স্টিলের তারের দাম পড়বে ৩০০-৪০০ টাকা কেজি প্রতি। এবার সেই তার রোলারে জড়িয়ে মেশিন চালু করলেই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সরু-মোটা, বিভিন্ন আকৃতির স্প্রিং কাটিং করে নিতে হবে। এই মেশিন ঘণ্টায় ৩০ কেজি পর্যন্ত স্প্রিং তৈরি সম্ভব। স্প্রিং তৈরির এই মেশিনের জন্য ২ হর্সপাওয়ার মোটর লাগবে এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ থেকে ৪৪০ ভোল্ট।

কোন মেশিনের কী দাম: অটোম্যাটিক স্প্রিং তৈরির মেশিনের দাম পড়বে ১,৫০,০০০ টাকা। মোটররাইজড সেমি-অটোম্যাটিক মেশিনের দাম পড়বে ৫০,০০০ টাকা। ছোট আকৃতির হস্তচালিত স্প্রিং তৈরির মেশিনের দাম ১০,০০০ টাকা।

মেশিন কোথায় পাবেন: মেশিন পাবেন এই ঠিকানায়: Bharat Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700013. Ph: 22368015, 9432422086.

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০১৭

ভারতীয় নৌবাহিনীতে নাবিক পদে নিয়োগ

ভারতীয় নৌবাহিনী 'সিনিয়র সেকেন্ডারি রিক্রুটস (SSR)-Feb-2018 Batch) স্কিমে নাবিক পদে সরাসরি প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু অবিবাহিত ছেলে নিচ্ছে।

ফিজিক্স ও অঙ্ক কম্পালসরি এবং কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অপশনাল হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস অবিবাহিত ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। জন্মতারিখ হতে হবে ১-২-১৯৯৭ থেকে ৩১-১-২০০১-এর মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/৯ আর চশমা সহ ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/৬। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি, বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন থাকতে হবে। এছাড়া রং চেনার ক্ষমতা CP II থাকতে হবে। শুরুতে ২২ বছরের বেসিক ট্রেনিং হবে। তারপর নির্দিষ্ট ট্রেডে নৌবাহিনীতে পেশাদারি ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ৫৭০০ টাকা। সফল হলে 'সেলর' পদে চাকরি। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ২০০০ টাকা। প্রাথমিকভাবে ১৫ বছরের চাকরি। 'সুবেদার মেজর'-এর সম র‍্যাংকের 'মাস্টার চিফ পেটি অফিসার-I' পদ পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে। তখন বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৮০০ টাকা। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, রাতকানা বা অন্য কোনও শারীরিক রোগ থাকলে যোগ্য নয়।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা ও মেডিক্যাল হবে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই ৪টি পেপারে: ১) ইংরেজি, ২) জেনারেল নলেজ, ৩) সায়েন্স, ৪) অঙ্ক। এক ঘণ্টার পরীক্ষা। প্রশ্ন হবে উচ্চমাধ্যমিক মানের অবজেকটিভ টাইপের। প্রতিটি বিষয়ে আলাদাভাবে ও মোট কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে সফল হবেন। তারপর ওইদিনেই শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১. ৬ কিমি দৌড়, ২০ বার ওঠবোস ও ১০ বার পুশআপ। পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ। এরপর মেডিকেল টেস্ট হবে ওড়িশার আইএনএস চিল্কায়। সফলদের তালিকা ২১ ডিসেম্বর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হবে বা এই ওয়েবসাইটে দেখবেন: www. nausens-bharti.nic.in.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৪ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www. joinindiannavy.gov.in. এরজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও আবেদনপত্র পূরণের আগে যাবতীয় নথিপত্র ও পাসপোর্ট মাপের ফোটো স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে Sailors Entry তে ক্লিক করে Apply Online এ ক্লিক করে যাবতীয় তথ্য দিয়ে Submit করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন যাবিতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।

পাঠকের অনুরোধে
এখন পুরো চার পাতা জুড়ে
চাকরি, ট্রেনিং ও
কোর্সের খোঁজ-খবর

প্যাকেজিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। এটি কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা। ২ বছরের পূর্ণ সময়ের কোর্স। পড়ানো হয় মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা ও হায়দরাবাদ কেন্দ্রে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স, মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে বিএসসি পাস বা কেমিকেল/মেকানিক্যাল/বায়োটেকনোলজি/ইলেকট্রনিকস/ইলেকট্রিকাল /সিভিল/বায়োকেমিক্যাল/এগ্রিকালচার/ফুড সায়েন্স/পলিমার সায়েন্স নিয়ে বিএ, বিটেক বা ফার্মাসি বা প্লাস্টিক্স নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। সব ক্ষেত্রে অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করে থাকতে হবে। চূড়ান্ত বর্ষের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনযোগ্য।

বয়স হতে হবে সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের মধ্যে ওবিসিদের ৩৩ বছর এবং তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এই পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৫ জুন।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। পূরণ করা দরখাস্ত জমা করতে হবে ৯ জুনের মধ্যে। ৫০০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস পাবেন এই ঠিকানায়: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাকেজিং, ব্লক সিপি ১০, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯২। ওয়েবসাইট: www.iip.in.com.

অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার (কোর্ট রেকর্ডিং) পদে

কলকাতা হাইকোর্টে ১৮ নিয়োগ

কলকাতা হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইড 'অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার (কোর্ট রেকর্ডিং)' পদে ১৮ জন লোক নিচ্ছে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা ইংরেজি টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৪০টি ও ১৬০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতন: ১৫৬০০-৪২০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য ভাতা পাওয়া যাবে।

শূন্যপদ: ১৮টি। সাধারণ ২, সাধারণ ইসি ৪, তফসিলি ৫, তফসিলি জাতি ইসি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি এ ক্যাটেগরি ১, ওবিসি বি ক্যাটেগরি ১, ওবিসি এ ক্যাটেগরি ইসি ১, ওবিসি বি ক্যাটেগরি ইসি ১, সাধারণ প্রতিবন্ধী ১।

প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিটেটিভ টেস্টের মাধ্যমে। প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের প্রথমে শর্টহ্যান্ড টেস্টে ডাকা হবে। এরপর ৪৫ মিনিটে ওই শর্টহ্যান্ড ম্যাটার নিজের হাতে লিখতে হবে। মনোনীত হলে আরও একবার শর্টহ্যান্ড টেস্ট হতে পারে। তারপর কম্পিউটারে মিনিটে ৩০টি শব্দের গতিবেগে টাইপ করতে হবে। এছাড়াও ট্রান্সক্রাইব করার জন্য আরও ১৫ মিনিটের ডিকটেশন নেওয়া হবে। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা কললেটার পাঠিয়ে জানানো হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং: HCOS/ARCR/2017.

দরখাস্ত করবেন সাদা কাগজে, নির্দিষ্ট বয়ান টাইপিং করে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে: www. calcuttahighcourt. nic. in. দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) এখনকার তোলা ও নিজের সই করা ২ কপি ফোটো।

২) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা একটি খাম।

৩) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৪) কম্পিউটার, শর্টহ্যান্ড ওটাইপিং সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।

৫) ৩০০ টাকার ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার চালান। তফসিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ৭৫ টাকা। Registrar, High Court O. S being A/c No. 0091010372343 (High Court Branch)-এর অনুকূলে। ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'UBI'. দরখাস্ত ভরা খামের ওপরে পদের নাম, ক্যাটেগরি নাম্বার লিখে দেবেন। দরখাস্ত ৯ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Registrar, Original Side, High Court, Calcutta.

পরিচালনা-সম্পাদনা-ফোটোগ্রাফির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীন রূপকলা কেন্দ্রের ফিল্ম অ্যান্ড সোশ্যাল কমিউনিকেশন ইনস্টিটিউট ২০১৭-১৯ সেশনে ৫টি পূর্ন সময়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য দরখাস্ত জমা নিচ্ছে। এই ৫টি কোর্স হল: ১) ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন, ডিরেকশন, ৩) মোশন পিকচার ফোটোগ্রাফি, ৪) এডিটির, ৫) সাউন্ড ডিজাইন। প্রতিটি কোর্স ২ বছরের।

যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স বা সমতুল পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। তবে সাউন্ড ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স বা সমতুল বিষয় থাকতে হবে। ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ডিগ্রি কোর্সে মাস কমিউনিকেশন বা সোশ্যাল সায়েন্স বা ইকনমিক্স বিষয় হিসাবে থাকতে হবে। ডিরেকশন কোর্সে ভর্তির জন্য কমিউনিকেশন স্কিলে দক্ষ হতে হবে। সব ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ওবিসি ও তফসিলি শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

সিট সংখ্যা: ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন: ১৬টি, মোশন পিকচার্স ফোটোগ্রাফি: ৮, এডিটিং: ৮, সাউন্ড ডিজাইন: ৮।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট ফর্মে। ৩০০ টাকার বিনিময়ে হাতে হাতে ফর্ম পাবেন যেকোনও কাজের দিন সোম থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে। এছাড়াও ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন www.kendroonline.org ওয়েবসাইট থেকে। পূরণ করা ফর্ম জমা দিতে হবে ৩০ জুনের মধ্যে এই ঠিকানায়: রূপকলা কেন্দ্র, ব্লক-জিএম, সেক্টর-V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১।

আইএইচএম-এ অ্যাকোমোডেশন অপারেশন ও ফুড প্রোডাকশন কোর্স

কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট ক্যাটারিং টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন ২০১৭-'১৮ সেশনে অ্যাকোমোডেশন ও ফুড প্রোডাকশন-সংক্রান্ত ৩টি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। ৩টি কোর্স হল:

১) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন অ্যাকোমোডেশন অপারেশন ও ম্যানেজমেন্ট। যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা ২৫ বছরের মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। দেড় বছরের পূর্ণ সময়ের কোর্স।

২) ক্রাফটসম্যানশিপ কোর্স ইন ফুড প্রোডাকশন ও প্যাটিসেরিক। উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২২ বছরের মধ্যে। এটিও দেড় বছরের পূর্ণ সময়ের কোর্স।

৩) ক্রাফটসম্যানশিপ কোর্স ইন ফুড ও বেভারেজ সার্ভিস। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স আগের কোর্সটির মতোই। ২৪ সপ্তাহের পূর্ণ সময়ের কোর্স। প্রতিটি কোর্স নয়াদিল্লির ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট ক্যাটেরিং টেকনোলজি স্বীকৃত। যাঁরা চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনযোগ্য। তফসিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি প্রার্থীদের ও প্রতিষ্ঠিত হোটেল বা সংশ্লিষ্ট শিল্পের কর্মীদের জন্য সিট সংরক্ষিত আছে সরকারি নিয়মানুসারে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ১ ও ৩নং কোর্সের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ হবে ২৭ জুন এবং ২নং কোর্সের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ হবে ২৯ জুন। সফল প্রার্থীদের নামের তালিকা নোটিশ বোর্ডে টাঙানো হবে ৩ জুলাই। ভর্তি নেওয়া শুরু হবে ৪ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই। সব কোর্সে ক্লাস শুরু হবে ১৭ জুলাই থেকে।

যে কোনও কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে ৪টের মধ্যে হাতে হাতে ৫০০ টাকা দিয়ে ভর্তির জন্য ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস পাবেন ১৬ জুন পর্যন্ত। এই ঠিকানায়: ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট ক্যাটারিং টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন, পি-১৬, তারাতলা রোড, কলকাতা-৮৮।

ডাকযোগে নিতে চাইলে ৫০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে হবে ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্টের অনুকূলে। পেয়েবল অ্যাট-এ লিখবেন 'কলকাতা'। এছাড়াও ১৬ জুন পর্যন্ত ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www. ihmkolkata. org. ৫০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট সহ দরখাস্তের ফর্ম স্পিড পোস্ট বা রেজিস্ট্রি ডাকে পৌঁছতে হবে ২৩ জুনের মধ্যে। নির্ধারিত ফি না থাকলে ফর্ম বাতিল হবে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: ১) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, ২) বয়সের প্রমাণপত্র, ৩) অন্যান্য যোগ্যতার প্রমাণপত্র ও সদ্য তোলা পাসপোর্ট মাপের ২ কপি ফোটো। পূরণ করা দরখাস্ত ওপরের ঠিকানায় ২৩ জুনের মধ্যে জমা দিতে হবে। আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০১৭

নার্স ও টেকনিশিয়ান পদে ১০১১ নিয়োগ

ভুবনেশ্বরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস স্টাফ নার্স গ্রেড-II রেডিওগ্রাফিক টেকনিশিয়ান, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও স্টোরকিপার পদে ১০১১ জন লোক নিয়োগ করবে।

স্টাফ নার্স গ্রেড-II: কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিএসসি নার্সিং কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। ভারতীয় বা রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৬০০ টাকা। শূন্যপদ: ৮০০টি। সাধারণ ৪০৪, ওবিসি ২১৬, তফসিলি জাতি ১২০, তফসিলি উপজাতি ৬০। পোস্ট কোড: AIIMS03.

স্টাফ নার্স গ্রেড-I: কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিএসসি নার্সিং কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। ভারতীয় বা রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। ১১০ শয্যার হাসপাতাল বা হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউটে স্টাফ নার্স গ্রেড-II হিসাবে অন্তত ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ১২৭টি। সাধারণ ৬৫, ওবিসি ৩৪, তফসিলি জাতি ১৯, তফসিলি উপজাতি ৯। পোস্ট কোড: AIIMS02.

রেডিওগ্রাফিক টেকনিশিয়ান: রেডিওগ্রাফির ৩ বছরের বিএসসি অনার্স কোর্স পাসরা যোগ্য। রেডিওগ্রাফির ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। কম্পিউটারে স্প্রেড শিট, অফিস অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৫টি। সাধারণ ৯, ওবিসি ৩, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১। পোস্ট কোড: AIIMS10.

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো দক্ষতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। । শূন্যপদ: ৪৩টি। সাধারণ ২৩, ওবিসি ১১, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩। পোস্ট কোড: AIIMS46.

পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করতে পারেন। মিনিটে ১০০টি শব্দ তোলার গতিতে ১০ মিনিটের ডিকটেশন আর কম্পিউটারে ইংরেজিতে ৪০টি শব্দ তোলার গতিতে ট্রান্সক্রিপশন করতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ৬টি। সাধারণ ৫, ওবিসি ১। পোস্ট কোড: AIIMS52.

স্টোরকিপার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটেরা মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট-এর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। শূন্যপদ ২০টি। সাধারণ ১১, ওবিসি ৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১।

পোস্ট কোড: AIIMS54.

সব পদের বেলায় বয়স হিসাব করতে হবে ২৮-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছরের, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের প্রোবেশন। বিজ্ঞপ্তি নং: AIIMS/BBSR/ Admin-II/2017/05.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ভুবনেশ্বরে। তারপর হবে ইন্টারভিউ। লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেজে ডাউনলোড করে নিতে হবে।

অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ২৮ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www. aiimsb-hubaneswar. edu. in. প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। তফসিলি, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফি লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্টআউট করে নিতে হবে। আরও বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

নৌবাহিনীতে আর্টিফিশার কয়েকশো নাবিক নিয়োগ

ভারতীয় নৌবাহিনী আর্টিফিশার অ্যাপ্রেন্টিস স্কিমে ট্রেনিং দিয়ে কয়েকশো নাবিক নেবে। অঙ্ক ও ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, কম্পিউটার সায়েন্স বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস অবিবাহিত ছেলেরা মোট ৬০% বা তার বেশি নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারবেন।

জন্মতারিখ হতে হবে ১-২-১৯৯৮ থেকে ৩১-১-২০০১-এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। বুকের ছাতি ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি দরকার চশমা ছাড়া ভালো চোখে ৬/১২ ও খারাপ চোখে ৬/১২ আর চশমা পড়ে ভালো চোখে ৬/৯ ও খারাপ চোখে ৬/১২। রং চেনার দৃষ্টিশক্তি দরকার CP II. শুরুতে ৯ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে আইএনএস চিল্কাতে। তারপর সমুদ্রে ৮ সপ্তাহের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ২০০০ টাকা। এরপর মাস্টার চিফ পেটি অফিসার বা মেজর পদ পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে। তখন বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা।

প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কললেটার পাঠানো হবে। পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দে: কলকাতা, গুয়াহাটি, চিল্কা, আইজল, রাঁচি, শিলং, পোর্টব্লেয়ার। যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চান তা দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় লিখবেন। লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন থাকবে এই ৪টি পেপারে: ১) ইংরেজি, ২) জেনারেল নলেজ, ৩) বিজ্ঞান, ৪) অঙ্ক। ১ ঘণ্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে উচ্চমাধ্যমিক মানের। সফলদের তালিকা বার হবে ২১ ডিসেম্বর, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রে বা এই ওয়েবসাইটে: www. joinindiannavy. gov. in. এরপর শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১. ৬ কিমি দৌড়, ২০ বার ওঠবোস ও ১০ বার পুশআপ। পরীক্ষা হবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ। এরপর মেডিকেল টেস্ট হবে ওড়িশার আইএনএস চিল্কায়। সবশেষে হবে ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কললেটার ওপরের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৪ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www. joinindiannavy.gov.in. এর জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও আবেদনপত্র পূরণের আগে যাবতীয় নথিপত্র ও পাসপোর্ট মাপের ফোটো স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে Sailors Entry-তে ক্লিক করে Apply Online-এ ক্লিক করে যাবতীয় তথ্য দিয়ে Submit করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।

আর্মিতে বিনা খরচে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোর্স করিয়ে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি

ভারতীয় স্থলবাহিনী বিনা খরচায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পড়িয়ে লেফটেনেন্ট পদে চাকরি দেবে। শুরুতে ক্যাডেট হিসাবে ট্রেনিং। ৩ বছর পরে মাসে ২১০০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড পাবেন আর চতুর্থ বছরের পরীক্ষায় সফল হলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসের সার্টিফিকেট পাবেন, সঙ্গে লেফটেন্যান্ট পদে স্থায়ী চাকরি।

ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস অবিবাহিত ছেলেরা মোট ৭০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৬ থেকে সাড়ে ১৯ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হবে ১-৭-১৯৯৮ থেকে ১-৭-২০০১-এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় ১৫২ থেকে ১৮৩ সেমি। ওজন হতে হবে ৪৩ থেকে ৬৮ কেজি। বুকের ছাতি ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। এছাড়া শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। মোট ৫ বছরের ট্রেনিং। প্রথমে ১ বছর বেসিক মিলিটারি ট্রেনিং হবে দেরাদুনের আইএমএ-তে। সফল হলে ৩ বছরের প্রিকমিশন ট্রেনিং হবে পুনের কলেজ অব মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, সেকেন্দরাবাদের মিলিটারি কলেজ অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স ও মোহৌয়ের মিলিটারি কলেজ অব টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিনংয়ে। এরপর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখায় ১ বছরের পোস্ট কমিশন ট্রেনিং হবে। সফল হলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসের সার্টিফিকেট পাবেন। ৩ বছরের প্রি-কমিশন ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন মাসে ২১০০০ টাকা। ৪ বছরের ট্রেনিং শেষে লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে চাকরি। তখন বেতন: ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা। এরপর ধাপে ধাপে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদ পর্যন্ত উন্নতি হতে পারে। শূন্যপদ: ৯০টি।

প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। উচ্চমাধ্যমিকে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের কল লেটার পাঠানো হবে। ইন্টারভিউ হবে এলাহাবাদ, বেঙ্গালুরু ও ভোপালে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। মোট ৫ দিনের এই পরীক্ষায় সাইকোলজি ওরিয়েন্টেড ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে। এরপর ডাক্তারি পরীক্ষা।

দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে ১৪ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www. joinindian-army. nic. in. অনলাইনে দরখাস্ত করার পর ২ কপি অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্ট করে নিতে হবে। এই অ্যাপ্লিকেশনের ১ কপিতে সই করে নিজের কাছে রেখে দিতে হবে আর ১ কপি ইন্টারভিউয়ের সময় নিয়ে যেতে হবে। তখন সঙ্গে নিয়ে যাবেন: বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, আইডি প্রুফের মূল ও ২ কপি স্ব-প্রত্যয়িত নকল। আর সম্প্রতি তোলা ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো।

আরও বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০১৭

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে ২৯ অ্যাসিস্ট্যান্ট

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অফিসে কাজের জন্য কিছু লোক নেওয়া হচ্ছে। নেওয়া হবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পূর্বাঞ্চলের মাধ্যমে।

ফার্ম ম্যানেজার, পোস্ট ক্যাটেগরি নং: ER10517: ভেটেরিনারি সায়েন্স ও অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রির ডিগ্রি কোর্স পাসরা যোগ্য। পোল্ট্রি ফার্মিংয়ে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪টি। ওবিসি।

সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেকানিক্যাল), পোস্ট ক্যাটেগরি নং: ER10617: ফিজিক্স নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি পাসরা যোগ্য। মেকানিক্যাল বা মেটালার্জি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে: ৪৬০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩টি। সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১।

সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইকেট্রিক্যাল), পোস্ট ক্যাটেগরি নং: ER10717: ফিজিক্স বিষয় নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি পাসরা যোগ্য। ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৬০০ টাকা শূন্যপদ: ৪টি সাধারণ ২, ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ১।

সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেমিক্যাল), পোস্ট ক্যাটেগরি নং: ER10917: কেমিস্ট্রি বা মাইক্রোবায়োলজি বিষয় নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাসরা যোগ্য। কেমিক্যাল টেকনোলজি বা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাসরা সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন; ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ৯টি। সাধারণ ২, ওবিসি ৫, তফসিলি জাতি ২।

হ্যান্ডিক্রাফটস প্রোমোশন অফিসার, পোস্ট ক্যাটেগরি নং: ER11017: ডিজাইন বা ফাইন আর্টসের ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাসরা হ্যান্ডিক্রাফটস, কটেজ বা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। ডিজাইন বা ফাইন আর্টসের ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাসরা হ্যান্ডিক্রাফটস, কটেজ বা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। শূন্যপদ: ৯টি। সাধারণ ৫, ওবিসি ২, তফসিলি জাতি ২।

ওপরের সব পদের ক্ষেত্রে বয়স হিসাব করতে হবে ৭-৬-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩, ও প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

দরখাস্ত দেখে বাছাই প্রার্থীদের মোট শূন্যপদের ৫০ গুণ প্রার্থীকে কম্পিউটার বেসড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। এই পরীক্ষায় অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। সময় ১ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। পরীক্ষায় সফল হলে স্কিল টেস্ট, ডাটা এন্ট্রি, কম্পিউটার প্রোফিসিয়েন্সি টেস্ট।

দরখাস্ত করতে হবে ৭ জুনের মধ্যে এই ওয়েবসাইটে: ssconline.nic.in. অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দরখাস্ত করার পর সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফি-বাবদ ১০০ টাকা এসবিআই নেট ব্যাংকিং, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ডে জমা দেবেন। তফসিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিতে হবে। এরপর ওই দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে। তখন সঙ্গে দেবেন: বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, অভিজ্ঞতা সহ অন্যান্য প্রমাণপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত নকল। দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় পাসপোর্ট মাপের ফোটো সেঁটে দিতে হবে। দরখাস্ত ১৬ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Regional Director (ER) Staff Selection Commission, Eastern Region, Nizam Palace 1st MSO Building, 8 th floor, 234/4, A. J. C. Bose Road, Kolkata-20.

‘টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার’-এ এখন
পুরো চার পাতা জুড়ে জীবিকার খোঁজখবর

এয়ারফোর্সে গ্রুপ সি-তে বিভিন্ন পদে ১৭৪ নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন ভারতীয় বিমানবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্স ট্রেনিং কমান্ড বিভিন্ন পদে ১৭৪ জন লোক নিচ্ছে।

স্টোরকিপার: যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। স্টোর্স বা অ্যাকাউন্টসের কাজে দক্ষতা থাকলে ভালো। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১৯০০ টাকা।

কুক: মাধ্যমিক পাসরা আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অন্তত ৬ মাসের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১৯০০ টাকা।

ভলক্যানাইজার: মাধ্যমিক পাসরা আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অন্তত ৬ মাসের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১৮০০ টাকা।

টেলর: আইটিআই টেলর ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাসরা যোগ্য। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা গ্রেড পে ১৯০০ টাকা।

মাল্টিটাস্কিং স্টাফ: মাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ওয়াচম্যান, লস্কর, গেস্টেনার অপারেটর বা গার্ডেনার হিসাবে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ১৮০০ টাকা।

মেস স্টাফ: মাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। ওয়েটার বা ওয়াশার আপ হিসাবে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা।

ধোবি: মাধ্যমিক পাসরা যোগ্য। কোনও সংস্থায় ধোবির কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১৮০০ টাকা।

স্টেনোগ্রাফার গ্রেড II: উচ্চমাধ্যমিক পাসরা শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে যোগ্য। টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২৪০০ টাকা।

সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। স্টোর ও অ্যাকাউন্টিংয়ের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২৪০০ টাকা।

স্টেনোগ্রাফার গ্রেড II-এর ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১১-৬-২০১৭ এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। অন্যান্য পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১১-৬-২০১৭-এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ও ওবিসিরা নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম,

সফল হলে প্রাকটিক্যাল টেস্ট, ফিজিক্যাল টেস্ট ও ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করতে হবে সাদা কাগজে। সঙ্গে দেবেন:

১) এখনকার তোলা ও স্বপ্রত্যয়িত ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো।

২) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকার

৩) বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল।

৪) অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট (যদি থাকে)।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন: ‘Application for the post of. . . . and category...। দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ১১ জুনের মধ্যে।

স্টেশন অনুযায়ী শূন্যপদ ও দরখাস্ত পাঠানোর ঠিকানা:

- The AOC, Base Repair Depot, Air Force Station, Chandigarh-160003. শূন্যপদ: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ৩টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১। স্টোরকিপার ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১।
- The CO, 4 Base Repair Depot, Air Force, Chakeri, Kanpur-208008. শূন্যপদ: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ১টি ওবিসি।
- The AOC, Base Repair Depot, Air Force Station, Sulur, Coimbatore, TamilNadu-641401. শূন্যপদ: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ৪টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, স্টোরকিপার ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১।
- The AOC, Base Repair Depot, Air Force Station, Tughlakabad, P. O-PushpaBhawan, New Delhi-110062. শূন্যপদ: স্টোরকিপার ৩টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১। সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১।
- The CO, Base Repair Depot, Air Force, Air Force Station, Avadi, Chennai-600055. শূন্যপদ: স্টোরকিপার ১টি। সাধারণ। সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ১টি সাধারণ।
- The AOC, Base Repair Depot, Air Force, Chandan Nagar, Opposite ’D’ Mello Petrol Pump Nagar Road, Pune-411014. শূন্যপদ: স্টোরকিপার ৩টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১। সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ৮টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৩।
- The AOC, Base Repair Depot, Air Force, Air Force Station, Ojhar, Nasik-422221 (MH). শূন্যপদ: স্টোরকিপার ১টি, সাধারণ। সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ২টি তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১।
- The AOC, Base Repair Depot, Air Force, Palam New Pinto Park, New Delhi-110010. শূন্যপদ: স্টোরকিপার ১টি, সাধারণ। সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ২টি, ওবিসি।
- The CO, Base Repair Depot, Air Force, Vill & Post Wadsar, VIA kalol, Dist-Gandhinagar, Pin-382721. , Gujrat. শূন্যপদ: স্টোরকিপার ১টি। সাধারণ। সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ১টি। সাধারণ।
- The CO, Base Repair Depot, Air Force, Palam, New Delhi-110010. শূন্যপদ: টেলর ১টি। ওবিসি।
- The AOC, Equipment Depot, Air Force Station, Manauri, Allhabad-212212, Uttarpradesh. শূন্যপদ: কুক ৪টি। সাধারণ ৩টি, ওবিসি ১টি। ভলক্যানাইজার ১টি সাধারণ। ধোবি ১টি, সাধারণ। মেস স্টাফ ২টি, সাধারণ। এমটিএস ৬৯টি, সাধারণ ৫৩, তফসিলি উপজাতি ৭, প্রতিবন্ধী ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ৭। সাফাইওয়ালা ১০টি, সাধারণ ৮, প্রতিবন্ধী ১, প্রাক্তন সমরকর্মী ১।
- The AOC, Equipment Depot, Air Force, Air Force STation, Devlali (South), Nasik-422501, Mharashtra. শূন্যপদ: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ৫টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১। স্টোরকিপার ৩টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১। স্টেনো ১টি। সাধারণ।
- The AOC, Equipment Depot, Air Force, Vimanapura p. o. Opposite HAL Helicopter Division, Bangalore-560017. শূন্যপদ: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ১০টি, সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২, প্রতিবন্ধী ১। স্টোরকিপার ৮টি। সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২, প্রতিবন্ধী ১।
- The AOC, Equipment Depot, Air Force, Amla Depot (P. O.) , Dist. Betul, Pin-460553, Madhya Pradesh, শূন্যপদ: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ১টি ওবিসি।
- The CO, Equipment Depot, Air Force, C/o 406 Air Force Station Bidar, Pin-585401, Karnataka. শূন্যপদ: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ১টি। ওবিসি।
- The CO, Equipment Depot, Air Force Station, Maharajapura, Gwalior-474020. শূন্যপদ: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ১টি সাধারণ।
- The CO, Equipment Depot, C/o 408 Airforce Station, Hakimpet, Secunderabad-500014, Andhra Pradesh, এমটিএস ২টি, প্রাক্তন সমরকর্মী, সাফাইওয়ালা ১টি, তফসিলি জাতি।
- The CO, Movement Control Unit, Air Force Station, Palam, New Delhi 110010. শূন্যপদ: স্টোরকিপার ১টি। সাধারণ।
- The CO, Air Force Liaision Establishment (LD) , C/o HAL-ADL, P. O. Indiranagar, Lucknow-226016, Uttarpradesh. শূন্যপদ: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ১টি, ওবিসি। স্টোরকিপার ১টি, সাধারণ।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১ জুন ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ**

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদে কয়েকশো গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে কয়েকশো গ্র্যাজুয়েট তরুণ-তরুণী নেওয়া হবে। বিভিন্ন পদে নিয়োগ হবে। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন, কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এগজামিনেশন ২০১৭-এর মাধ্যমে।

চার পর্যায়ে প্রার্থী বাছাই হবে। কম্পিউটারবেসড এগজামিনেশন (টিয়ার-১) নেওয়া হবে ১ থেকে ২০ আগস্ট, কম্পিউটারবেসড এগজামিনেশন (টিয়ার-২) ১০ ও ১১ নভেম্বর, ডেসক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্নোত্তর (টিয়ার-৩) ২১ জানুয়ারি, ২০১৮ এবং কম্পিউটার প্রোফিশিয়েন্সি টেস্ট/স্কিল টেস্ট (টিয়ার-৪) পরীক্ষাটি হবে ২০১৮-র ফেব্রুয়ারি মাসে।

নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ, অফিস ও ক্যাডারে গ্রুপ 'বি' ও 'সি' পদে।

বেতন: গ্রুপ বি-এর সমস্ত পদের ক্ষেত্রে এবং ইনস্পেকটর অব ইনকাম ট্যাক্স পদের ক্ষেত্রে ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪২০০ থেকে ৪৮০০ টাকা পদ অনুসারে। ইনস্পেক্টর অব ইনকাম ট্যাক্স ছাড়া গ্রুপ সি-এর সমস্ত পদের ক্ষেত্রে ৫২০০-২০২০০ টাকা। সেই সঙ্গে গ্রেড পে ২৪০০ থেকে ২৮০০ টাকা পদ অনুসারে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার পদের ক্ষেত্রে স্নাতক। সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, কোম্পানি সেক্রেটারি, এম কম, বিজনেস স্টাডিজে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, এম বিএ (ফিনান্স), বিজনেস ইকনমিকসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

জুনিয়র স্টাটিস্টিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে যে কোনও বিষয়ে স্নাতক। উচ্চমাধ্যমিকে অঙ্কে ৬০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে অথবা স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসাবে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে থাকতে হবে।

অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় স্নাতক।

দৈহিক মাপজোখ: ইনস্পেক্টর এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ নার্কোটিক্সের ইনস্পেক্টর ও সাব ইনস্পেক্টর পদের ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫৭. ৫ সেমি, বুকের ছাতি ৫ সেমি ফুলিয়ে অন্তত ৮১ সেমি। তফসিলি উপজাতি এবং গোর্খারা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৫২ সেমি। ওজন ৪৮ কেজি। তফসিলি উপজাতি ও গোর্খা প্রার্থীরা উচ্চতা এবং ওজনে যথাক্রমে ২. ৫ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পাবেন।

সিবিআইয়ের সাব ইনস্পেক্টর পদের ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি। বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৭৬ সেমি। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫০ সেমি। উভয় ক্ষেত্রেই আদিবাসী ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন।

ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে সাব ইনস্পেক্টর পদের ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৭০ সেমি। বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৭৬ সেমি। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫০ সেমি। উভয়ক্ষেত্রেই আদিবাসী ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন।

দৃষ্টিশক্তি: সিবিআইয়ের সাব ইনস্পেক্টর এবং ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে সাব ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া বা চশমা সহ দূরের ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯। কাছের ক্ষেত্রে এক চোখে ০. ৬ এবং অন্য চোখে ০. ৮।

পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা (৪৪১০), বারাসাত (৪৪০২), বহরমপুর (৪৪০৩), চুঁচুড়া (৪৪০৫), জলপাইগুড়ি (৪৪০৮), মালদা (৪৪১২), মেদিনীপুর (৪৪১৩), শিলিগুড়ি (৪৪১৫)।

কম্পিউটারবেসড এগজামিনেশন (টিয়ার ১) এ অবজেকটিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, ইংলিশ কম্প্রিহেনশন। সময় ১ ঘণ্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি প্রার্থীরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবেন। ভুল উত্তরে নেগেটিভ মার্কিং হবে।

কম্পিউটারবেসড এগজামিনেশন (টিয়ার-২)-এ অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: কোয়ান্টিটেটিভ এবিলিটি, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে সেইসঙ্গে স্ট্যাটিসটিক্স এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফিনান্স ও ইকনমিক্স। প্রতিটি পেপারে নম্বর ২০০। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

টিয়ার-৩ খাতায় কলমে পরীক্ষা। পরীক্ষায় থাকবে ইংরেজিতে এসে রাইটিং, প্রেসি রাইটিং, লেটার রাইটিং, অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং ইত্যাদি। মোট নম্বর ১০০। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ডেটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট হবে। প্রার্থীর ঘণ্টায় ৮০০০ কি ডিপ্রেশনের দক্ষতা থাকতে হবে।

ইনস্পেক্টর এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অব নার্কোটিক্সের ইনস্পেক্টর ও সাব ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে থাকবে ১৫ মিনিটে ১৬০০ মিটার হাঁটা, ৩০ মিনিটে ৮ কিলোমিটার সাইক্লিং। মহিলাদের ক্ষেত্রে থাকবে ২০ মিনিটে ১ কিলোমিটার হাঁটা, ২৫ মিনিটে ৩ কিলোমিটার সাইক্লিং।

১৬ জুনের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইট দুটিতে: www. ssc. nic. in/www. ssconline. nic. in. প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। চালানের মাধ্যমে নগদে ফি জমা দিতে পারেন স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। অথবা অনলাইনে এসবিআই নেট ব্যাংকিং, বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়ার রসিদে ট্রানজেকশন আইডি আছে কিনা দেখে নেবেন। এটি অনলাইন ফর্ম পূরণের সময় কাজে লাগবে। ফি জমা দেওয়ার রসিদ নিজের কাছে রেখে দেবেন। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণের পর সাবমিট করে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটনাটি আরও বিশদে জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

এয়ারফোর্সে ট্রেনিং দিয়ে অফিসার নিয়োগ

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু তরুণ-তরুণীকে কমিশনড অফিসার পদে নিয়োগ করবে ভারতীয় বিমানবাহিনী। নিয়োগ হবে ফ্লাইং শাখায় পার্মানেন্ট ও শর্ট সার্ভিস কমিশনে। শর্ট সার্ভিস কমিশনে পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রে ট্রেনিং হবে ২০৩/১৮ এফ/এসএসসি/এম অ্যান্ড ডব্লু কোর্সে এবং পার্মানেন্ট কমিশনে, কেবল পুরুষদের ট্রেনিং হবে ২০৩/১৮ এফ/পি/সি/এম কোর্সে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮-এর জানুয়ারিতে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৭৪ সপ্তাহ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট ৬০% নম্বর সহ যেকোনও শাখায় স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে। অথবা মোট ৬০% নম্বর সহ ৪ বছরের বিই বা বিটেক ডিগ্রি অথবা মোট ৬০% নম্বর সহ এরোনটিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া বা অ্যাসোসিয়েট মেম্বারশিপ অব ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)-র সেকশন 'এ' এবং 'বি' পরীক্ষায় পাস করে থাকতে হবে। সবক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলকভাবে ২১ মে, ২০১৫-এর পরে এনসিসি এয়ার উইং সিনিয়র ডিভিশন 'সি' সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে।

আগে কখনও কম্পিউটারাইজড পাইলট সিলেকশন সিস্টেম বা পাইলট অ্যাপটিটিউড ব্যাটারি টেস্টে ব্যর্থ হয়ে থাকলে আর আবেদন করবেন না।

বয়স: ১-১-২০১৮ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্সধারীরা ২৬ বছর পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোখ: উচ্চতা ১৬২. ৫ সেমি। পায়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে ৯৯ থেকে ১২০ সেমির মধ্যে। থাইয়ের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক ৬৪ সেমি। বসে থাকা অবস্থায় উচ্চতা হতে হবে ৮১. ৫ থাকে ৯৬ সেমি। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি: ন্যূনতম দূরের ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯, হাইপারমেট্রোপিয়া, থাকলে ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। চশমা থাকলে আবেদন করবেন না।

যাঁরা চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন যোগ্য।

ট্রেনিং শেষে বেতন: ১৫৬০০-৩৯১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকবে অফিসার ইন্টেলিজেন্স রেটিং টেস্ট, পিকচার পারসেপশন এবং ডিসকাশন টেস্ট। এটি স্ক্রিনিং টেস্ট। ব্যর্থ হলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। সফলদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা ৫ দিনের। এছাড়াও থাকবে কম্পিউটারাইজড পাইলট সিলেকশন সিস্টেম বা পাইলট অ্যাপটিটিউড ব্যাটারি টেস্ট। পরীক্ষা নেওয়া হবে দেরাদুন, মাইসোর এবং বেনারস। পরীক্ষা নেবে এয়ারফোর্স সিলেকশন বোর্ড। সবশেষে হবে মেডিকেল টেস্ট।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে www. careerairforce. nic. in দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো এবং এনসিসিসি সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৫ জুন পর্যন্ত। অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে ও এটি নিজের কাছে রাখতে হবে। আরও বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ইসরোয় ৬৪ জন কর্মী নিয়োগ

কেন্দ্রের মহাকাশ দফতরের অধীনস্থ সংস্থা ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) বিভিন্ন পদে ৬৪ জন কর্মী নেবে। নিয়োগ করা হবে টেকনিশিয়ান, ড্রাফটসম্যান এবং সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে। হায়দরাবাদের ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: NRSC/RMT/3/201%.

পোস্ট নম্বর TB: টেকনিশিয়ান-বি (ইলেক্ট্রনিক মেকানিক): ২২টি। সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৭। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী, ১টি করে শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত ও শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পোস্ট নম্বর TB2: টেকনিশিয়ান-বি (ইলেকট্রিশিয়ান): ১৪টি। সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পোস্ট নম্বর TB4: টেকনিশিয়ান-বি (ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক): ৪টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১।

পোস্ট নম্বর TB6: টেকনিশিয়ান-বি (মেশিনিস্ট): ৬টি। সাধারণ ২, তফসিলি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১।

পোস্ট নম্বর TB9: টেকনিশিয়ান-বি (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং): ৪টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১।

পোস্ট নম্বর DM1: ড্রাফটসম্যান-বি (সিভিল): ৬টি। সাধারণ ৫, ওবিসি ১।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই বা ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে।

পোস্ট নম্বর SA2: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট: ৫টি। সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০% নম্বর সহ বিএসসি। স্নাতকস্তরে ম্যাথমেটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স এবং কম্পিউটার সায়েন্স পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা অ্যানালাইসিসের জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার

পোস্ট নম্বর SA3: সায়েন্টিফিক এসিস্ট্যান্ট: ৩টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০% নম্বর সহ বিএসসি। স্নাতক স্তরে ম্যাথম্যাটিকস, কম্পিউটার সায়েন্স এবং ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে।

বয়স: ১০-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: টেকনিশিয়ান বি এবং ড্রাফটসম্যান বি পদের ক্ষেত্রে ২১৭০০ টাকা। সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৪৪৯০০ টাকা। অনলাইন আবেদন করতে হবে ১০ জুনের মধ্যে এই ওয়েবসাইটে: www.nrsc.gov.in. প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

পরের সপ্তাহে থাকবে আরও অনেক চাকরির খোঁজখবর